9

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...23 OCT. 1995...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩.....

এইচএসসি'র পাসের হার

ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেয়েছে। পরীক্ষার ফলে মেধা তালিকা সব সময়েই আলোচিত। সব পরীক্ষাতেই। এইচএসসি, এসএসসি এবং অতীত ও বর্তমানে এ ক্ষেত্রে প্রকট কোন পার্থক্য হয়ত নজরে পড়ে না। কিন্তু হেরফের ঘটে যায় পাসের হারে। পাসের হার সব বছর এক রকম হয় না। সব পরীক্ষাতেও নয়। এই পরিবর্তনের পিছনে বস্তুগত কিছু কারণ চিহ্নিত করা বোধ হয় সম্ভব।

এ বছর ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার পাসের হার ৪২.৪৫ ভাগ। অর্থাৎ অর্ধেক পরীক্ষার্থীর চেয়েও বেশী পাস করেনি। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার তুলনামূলকভাবে একটু ভাল হলেও, সন্তোষজনক বলা যাবে না। শতকরা ৫০.৮৩ ভাগ সেখানে পাস করেছে। বলা যায়, পাস-ফেলের আধাআধি বখরা। তুলনামূলকভাবে এসএসসি পরীক্ষার ফল এবার ভাল ছিল। ঢাকা বোর্ডে ছিল ৭৪.৪০ ভাগ আর কুমিল্লায় ৭৪.৯৩ ভাগ। এখন অনেকে এ প্রশ্নও করতে পারেন যে, যেসব ছাত্রছাত্রী এসএসসিতে পাস করে এবং ভালই করে তারা এইচএসসি'তে এসে এ রকম কাত হয় কেন? কী এমন ঘটে যায়? খুব সহজ প্রশ্ন নয় বোধ হয়।

পরীক্ষার ফলের মেধা তালিকায় যারা উজ্জ্বল তারা দেশের মুখও নিশ্চয় উজ্জ্বল করতে পারেন। তাদের ওপর জাতির আশা-ভরসা। তারা কি হবেন না হবেন, কি করবেন, সব জানতেই মানুষ আগ্রহী। কিন্তু মেধা তালিকার বাইরে যারা তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাদের পাস-ফেলের বিষয়টাও জাতির জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে এক সময় পরীক্ষাগুলির ফল খুব হতাশাব্যঞ্জক ছিল। ফল বের হলে আমরা বলতাম ফেলের খবর। তারপর প্রশ্ন ব্যাংক, অবজেকটিভ প্রথা চালু হল। পাসের হারেও পরিবর্তন হল। কিন্তু এইচএসসিতে প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল হওয়ায় আবার সেই পরীক্ষায় ফেলের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষায় অবজেকটিভ প্রশ্ন এখনও বহাল আছে। এ কারণে এসএসসি'র পাসের হার ভাল এখনও। কিন্তু এসএসসি'র স্টার মার্ক পাওয়া পরীক্ষার্থী এইচএসসি'র দরিয়ায় এসে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাস করুক এটা সবারই প্রত্যাশিত। তবে সত্যিকার যোগ্যতা নিয়ে তাদের পাস করতে হবে। জ্ঞানের পথে, শিক্ষার ক্ষেত্রে শর্টকাট বা মেডইজি সব সময় সহায়ক নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত লেখাপড়া এবং যথার্থ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ— এইসব বিষয়গুলিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

পরীক্ষায় যারা পাস করল এবং যারা ফেল করল সবার ভবিষ্যৎ নিয়েই এ সমাজকে চিন্তা করতে হবে। তরুণ সমাজের একটা অংশকে হতাশার মধ্যে ঠেলে দেয়া হোক এটা আমরা চাই না। এবার যারা সফল হয়নি, আগামীতে তারা সফল হবেন আমরা এ আশা করি।